ইত্তেফাক

তারিখ 18/8/78
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা

প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার ক্ষেত্রে সরকার অপরিসীম গুরুত্ব প্রদান করিলেও সরেজমিনে যাহা ঘটিতেছে তাহা অনেকাংশেই নৈরাশ্যজনক। গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে যে ধরনের পড়াশুনা হইতেছে তাহাতে অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রীর পক্ষে পঞ্চমশ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করিয়া দস্তখত জ্ঞান ছাড়া অধিক কিছু শিক্ষা করা একরকম অসম্ভব। নিভৃত এলাকার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে নিয়মমাফিক পড়াশোনা খুব কমই হইয়া থাকে। সকাল ১০টা হইতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত পড়াশোনার কথা থাকিলেও এই সকল বিদ্যালয়ে ১১ টার দিকে ক্লাস বসিয়া বিকাল আড়াইটা-তিনটার দিকেই ছুটি হইয়া যায়। তাছাড়া হাটবাজারের দিনে ২ টার পরে অনেক স্কুলেই ছাত্র-শিক্ষক পাওয়া যায় না। তাছাড়া প্রাইভেট টিউটর অথবা অভিভাবকের স্বতন্ত্র সাহায্য ব্যতীত ইংরেজীতে পূর্ণ নাম ঠিকানা লিখিতে পারে প্রাইমারীতে এমন ছাত্র শতকরা ২/১ জনের অধিক পাওয়া কঠিন। অথচ তৃতীয় শ্রেণী হইতেই ইংরাজী পাঠ্য বই রহিয়াছে।

সরকারের যত মহৎ প্রয়াসই থাক, অবস্থা এইরকম চলিতে থাকিলে কোনরকমে দস্তখত জ্ঞানছাড়া এই সকল বিদ্যালয় হইতে অধিক জ্ঞানী পাওয়া জাতির পক্ষে সম্ভব হইবে না। বিদ্যালয়গুলির সুষ্ঠু তদারকের দায়িত্বে নিয়োজিত আমাদের থানা শিক্ষা অফিসার মহোদয়গণ যদি বিদ্যালয়গুলি যথারীতি পরিদর্শন করিতেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদিগকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন-দ্বারা বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার মান পরীক্ষা করিতেন তবে নিশ্চয় অবস্থা এইরকম হইত না। বিষয়টি আন্তরিকভাবে বিবেচনা করিয়া দেখার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাইতেছি।

—মোশাররফ আকন্দ, পাইকারগাতী, পাছদরিল্লা, ময়মনসিংহ।